APR 25 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন ছিনতাইকারীদের নিরাপদ আস্তানা

৩ জন আটক : বেবিট্যাক্সিতে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজরা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে। ক্যাডারদের আশ্রয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও কর্মচারীদের কোয়ার্টারে বাস করছে। দিনেদুপুরে পথচারীদের অস্ত্র ঠেকিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে তারা। গতকাল সকালে এমন তিন ছিনতাইকারীকে ছাত্র-জনতা ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং তাদের বহনকারী বেবি ট্যাক্সিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে তিন ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে তারা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করতেই ছাত্র-জনতার ধাওয়া খেয়ে পালানোর সময় উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ধরা পড়ে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- রহিম উদ্দিন, মাহতাব এবং মাহফুজ। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ট্যাক্সির আগুন নেভায়। এ ঘটনায় পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিনতাইকারীদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র রয়েছে। তারা পলাশী মোড়, শহীদ মিনার, স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাস্কর্য মোড়, ক্যাম্পাস : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ১

ক্যাম্পাস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর) চারুকলা ইন্সটিটিউট, টিএসসি, শিববাড়ি মোড় ও বাংলা একাডেমীসহ বিভিন্ন স্পটে নিয়মিত ছিনতাই করে। তাদের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারান ছাত্র-শিক্ষক ও পথচারীরা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি পুলিশ ক্যাম্পসহ বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছেও ছিনতাইকারীদের উদ্বেগজনক তৎপরতা অজানা নয়। বহিরাগতদের সঙ্গে বিভিন্ন আবাসিক হলে ছিনতাইকারীরা নিরাপদে বসবাস করছে। দীর্ঘদিন হলগুলোতে কোন কার্যকর তল্লাশি না হওয়ায় এবং হল প্রশাসনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে এসব হলে বহিরাগতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানা গেছে, এসএম জগন্নাথ ও জহুরুল হক হলসহ অধিকাংশ ছাত্র হলে বহিরাগতদের সঙ্গে ছিনতাইকারীরা অবস্থান করছে। এসএম হলের পেছনে ব্যাচেলর স্টাফ কোয়ার্টারের একটি কক্ষ দখল করে আছে একদল ছিনতাইকারী। মিজান, দুলাল, লম্বু সোহেল, ক্ষুর জাকিরসহ এখানে দু'মাস ধরে ১০/১২ জন ছিনতাইকারী থাকছে। নগরীর লালবাগ, আজিমপুর, কামরাঙ্গীরচর ও শাহজাহানপুর এলাকা থেকে তারা এখানে এসেছে। তাদের ভয়ে কর্মচারীরা মুখ খুলছে না। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে এ হলের সামনে থেকে মুক্তিব হলের ছাত্র সোহেলের মোবাইল ছিনতাই হয় এবং তার অভিযোগ, ঘটনার পর ছিনতাইকারীরা হলের ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া হল গেট থেকে এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল ছিনতাই হয়।

এসএম হল বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছেন ছাত্রদল নেতা টগর। তিনি অবশ্য ছিনতাইকারীদের আশ্রয় প্রদানের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, হলে কোন বহিরাগত থাকে না।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বলেছেন, 'এ ধরনের অভিযোগ আমি আগেই পেয়েছি। ঘটনা সত্যি হলে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।'